SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 2, November-December 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : *https://sijarah.com/*

বৌদ্ধ ও জৈন মতে অর্হৎ

জয়শ্রী মোদক
গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ
সিকম স্কিলস বিশ্ববিদ্যালয়

অর্হ+অৎ=অর্হৎ। অর্হ ধাতু থেকে 'অর্হঃ প্রশংসায়াম্' পাণিনি সূত্র(৩.২.১৩৩)থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। অর্হ-শব্দের অর্থ প্রশংসা। 'উগিদয়াং নুম্ সর্বনাম স্থানে ধাতোঃ' থেকে নুম্ প্রত্যয়টি নিষ্পন্ন হয়ে 'অর্হন্ত', 'অরহংত' পদটি নিষ্পন্ন হয়েছে। ভারতীয় তত্ত্বমীমাংসা গ্রন্থে 'অরহংত' পদটি অত্যন্ত জনপ্রিয় পদ। পরবর্তীকালে নিরুক্তকার যাস্ক থেকে শুরু করে আধুনিকতম কোশ গ্রন্থে এটি, 'অর্হৎ' পদ নামে বিবেচিত। যোগশাস্ত্রে অর্হৎ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

'সর্বজ্ঞো জিতরাগাদিদোষাস্ত্রৈক্যপূজিতঃ।

যথাস্থিতিতার্থবাদী চ দেহোঽর্হন্ পরমেশ্বরঃ'।।[1]

অর্থাৎ যিনি সর্বজ্ঞ, রাগাদিদোষবিজেতা, ত্রিলোকে যিনি পূজিত, পরমেশ্বর আদি তিনিই অর্হৎ। মহোপনিষদে 'অর্হৎ' বলতে যা বোঝায় তা হল -**'অতঃ সত্যক্তসর্বাশোং বীতরাগা বিবাসনঃ বহিঃ সর্ব সমায়রো লোকে বিহর বিস্বরঃ'।।**[2]

যার অর্থ হল যিনি কোন দিন শোকে আচ্ছন্ন হন নি। লৌকিক সাহিত্য, যেমন -রামায়ণ, মহাভারত, প্রভৃতি কাব্যে 'অর্হ' শব্দের উল্লেখ পাওয়া গেলেও 'অর্হৎ' শব্দের প্রয়োগ নেই। 'অর্হ' শব্দ 'পূজা' অর্থে ব্যবহৃত। তবে কালিদাস রচিত রঘুবংশ,

[1] যোগশাস্ত্র।

[2] মহোপনিষদ্ ৬/৬৭।

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 2, November-December 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

অভিজ্ঞানশকুন্তলা, কুমারসম্ভব ইত্যাদি স্থলে স্পষ্টতঃ 'অর্হৎ' এবং 'তীর্থ' শব্দের উল্লেখ আছে। অর্হতের উল্লেখ স্পষ্টতঃ বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনে পরিলক্ষিত। তাঁরা 'অর্হৎ' বলতে নির্বাণ প্রাপ্ত বা নির্বাণের অধিকারী বৌদ্ধ বা জৈন ভিক্ষুকে বুঝিয়েছেন। নির্বাণ প্রাপ্তি হল বৌদ্ধ ও জৈন ভিক্ষুদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁদের উদ্দেশ্য এক হলেও কিছু কিছু অংশে তাঁদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বৌদ্ধ অর্হৎ বলতে যিনি নির্বাণ অর্জন করেছেন এবং পুর্নজন্মের অন্তহীন চক্র থেকে মুক্তি পেয়েছেন তিনি অর্হৎ। জৈন মতে অর্হৎ হলেন এমন এক জীব, যিনি আসক্তি, ক্রোধ, অহংকার ও লোভ কে জয় করে শুদ্ধ আত্মাকে উপলব্ধি করেন। এরা কেবল জ্ঞানের অধিকারী বলে এদের 'কেবলী'ও বলা হয়। অরিহন্তদের জিন নামে ও অভিহিত করা হয়।

বৌদ্ধ অর্হৎ: নির্বাণ প্রাপ্ত ব্যক্তিকে 'অর্হৎ' বলা হয়। বৌদ্ধগ্রন্থে তিন প্রকার যান বা নির্বাণ মার্গের কথা বলা হয়েছে - ১. শ্রাবক যান, ২. প্রত্যেকবুদ্ধযান ও ৩. বোধিসত্ত্বাযান। তন্মধ্যে শ্রাবক যান হল হীনযানেরই অপর নাম। শ্রাবক যান হল সেইপথ যা একজন অর্হতের লক্ষ্যপূরণ করে। একজন ব্যক্তি যিনি একজন বৌদ্ধভিক্ষুর শিক্ষা শোনার পর মুক্তি লাভ করেন।

হীনযান মতে প্রাণীকুল দুটি ভাগে বিভক্ত, পৃথগ্জন ও আর্য। পৃথগ্জন বলতে বৌদ্ধশাস্ত্রে সেইসব ব্যক্তিদের কথা বলা হয়েছে যারা অজ্ঞতাবশতঃ সংসারপাশে আবদ্ধ। আর্য হলেন সেই সাধক যিনি সংসারপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে বুদ্ধ নিঃসৃত জ্ঞানালোকের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ স্থাপন করে নির্বাণগামী মার্গে যাত্রা শুরু করেছেন। প্রত্যেক আর্যের জীবনের চরম লক্ষ্য হল অর্হৎ প্রাপ্তি। এই লক্ষ্য পূরণ করার জন্য সাধককে চারটি পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। এই চারটি পর্যায় হল – i)স্রোতাপন্ন,

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 2, November-December 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

ii) সকৃদাগামী iii) অনাগামী এবং iv) অর্হৎ পর্যায়। প্রত্যেক পর্যায়ের আবার দুটি করে অবস্থা – মার্গাবস্থা এবং ফলাবস্থা।

i) স্রোতাপন্ন: জ্ঞানার্জনের চারটি ধাপের প্রথম ধাপ হল স্রোতাপন্ন। পালিভাষায় তা সোতাপান্না। স্রোতাপন্ন বা সোতাপান্না – এর আক্ষরিক অর্থ হল **'যিনি স্রোতে প্রবেশ করেছেন বা স্রোতে প্রবেশকারী। এই স্রোত কোন সাধারণ জলস্রোত বা বায়ুস্রোত নয়। এই স্রোত হল সেই পথ যে পথ থেকে সাধক চিত্ত সম্পূর্ণ ভাবে সংসারচক্র থেকে মুক্ত হয়ে নির্বাণ মার্গে গমন করে, সেই স্থান থেকে সাধকের স্খলনের কোন আশঙ্কাই থাকে না, সেইরকম সাধক হলেন স্রোতাপন্ন। যাঁরা 'অবিনিপাতধম্মা নিয়তা সম্বোধিপরায়ণা, 'তাঁরাই স্রোতাপন্ন'**।[i]

স্রোতাপন্ন দশায় ভিক্ষুর সমস্ত দোষ নিবৃত্ত হয় না তাঁকে আরও সাধনার পথে অগ্রসর হতে হয়। স্রোতাপন্ন কে বলা হয় "ধম্মের চোখ খুলেছে" (ধম্মচাখু), কারণ তারা বুঝতে পেরেছে যে, **"যা কিছু উৎপত্তি সাপেক্ষ তা বন্ধের অধীন"।**[3]

সত্যিকারের ধর্মে তাদের প্রত্যয় অটল হবে আসলে স্রোতাপন্ন সাধনের চারটি গুণ: i) বুদ্ধের প্রতি অটল বিশ্বাস ii) ধর্মে iii) সংঘে এবং iv) সাধুদের প্রিয় নৈতিক গুণ।[4]

স্রোতাপন্ন নিজেদের সম্পর্কে এই কথাটি বলতেই পারে – 'নরক শেষ হয়েছে; পশুর গর্ভ শেষ হয়েছে; ক্ষুধার্ত ছায়ার অবস্থা শেষ হয়েছে; বঞ্চনা, নিঃস্বতা, খারাপ জন্মের রাজ্য শেষ হয়েছে। আমি একটি স্রোত জয়ী অবিচল, আর কখনও দুর্ভোগের জন্য নির্ধারিত নই, আত্ম-জাগরণের দিকে রওনা হচ্ছি।[5]

[3] উপাটিসার (সারিপুত্তের) প্রশ্ন অনুবাদক ভিক্ষু, থানিসারো

[4] সরকানি সুত্তা

[5] বিদ্বেষ, ভেজা সুত্তা। ভলিউম ১০। ভিক্ষু, থানিসারো অনুবাদক।

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 2, November-December 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

যোগভাষ্যকার 'ব্যাস' চিত্তনদীর দুটি প্রবাহ স্বীকার করেছেন। একটি কল্যাণ প্রবাহ এবং অপরটি পাপপ্রবাহ। চিত্ত যখন পাপ প্রবাহ থেকে মুক্ত হয়ে ক্রমশ কল্যাণের দিকে অগ্রসর হয়, তখনকার আর পথ পরিবর্তনের কোনরূপ আশঙ্কা থাকে না বরং বলা ভালো চিত্ত ক্রমশ নির্বাণ অভিমুখে ধাবিত হয়। সে তিন প্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত হয় – সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, এবং শীলব্রত পরামর্শ। **'আত্মা নিত্য, এই আত্মবুদ্ধি জীবের বন্ধন, এর জ্ঞান হল সৎকায়দৃষ্টি। বিচিকিৎসা অর্থাৎ সংশয়, এই সংশয় বুদ্ধের উপদেশের উপর অনাস্থা বা সংশয়। ব্রত উপাদাসাদিতে আসক্তি হল শীলব্রত পরামর্শ। ব্রত-উপাসাদির দ্বারা নির্বাণ লাভ একেবারেই অসম্ভব। বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি দ্বারা সৎকায়দৃষ্টি প্রভৃতি দূর হলে সাধক অস্খলনীয় সম্বোধির পথে অগ্রসর হয়'।** [ii]

স্রোতাপন্ন পর্যায়ের প্রাথমিক অবস্থা হল গোত্রভূ এই অবস্থায় কামধাতুর ক্ষয় হয় এবং ক্রমশঃ তা রূপধাতুর দিকে অগ্রসর হয়। এই সময় সাধকের নতুন জন্ম হয়। স্রোতাপন্ন সাধক তিন প্রকার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নির্বাণ প্রাপ্তির জন্য ক্রমশঃ অগ্রসর হয়। স্রোতাপন্ন সাধককে বারবার জন্ম নেওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ প্রবল অনুশীলনকারী সাধক একবার জন্মগ্রহণ করে নির্বাণ লাভ করতে পারে। তাই তো ভগবান বুদ্ধদেব বলেছেন নির্বাণ মার্গে এদের গতি যতই মন্থর হোক এদেরকে কখনও বারবার জন্মগ্রহণ করতে হবে না।

জ্ঞানার্জনের দ্বিতীয় ধাপ হল সকৃদাগামী –

যাবৎপঞ্চপ্রকারঽনো, দ্বিতীয়ে প্রতিপন্নকঃ।

ক্ষীণষষ্ঠ প্রকারস্তু, সঔদাগাম্যসৌ ভবেত।।[6]

[6] অভিধর্মকোষ ।

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 2, November-December 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

ii) সকৃদাগামী বা সাকাতগামী-র অর্থ হল 'একবার ফিরে আসা' বা 'একবার প্রত্যাবর্তনকারী'। স্রোতাপত্তির উপরিস্তর হল সকৃদাগামী। দশ সংযোজনের মধ্যে তখনও কামরাগ ও ব্যাপারাদি থেকে যায়, তাই ক্ষীণ বা অর্ধেক বিনাশপ্রাপ্ত হলে ভিক্ষু সকৃদগামী হয়। তিনি যদি এই জন্মে অর্হৎ হতে না পারেন তাহলে অনধিক মাত্র একবার জন্মগ্রহণ করলেই অর্হৎ হতে পারবেন।

iii) অনাগামী: জ্ঞানার্জনের তৃতীয় ধাপ হল অনাগামী। অনাগামীর আক্ষরিক অর্থ হল "অ-প্রত্যাবর্তন কারী।

ক্ষীণ-সপ্তাষ্টদোষাংশ একজন্মৈকচীচিকঃ।

প্রতিপন্নকস্তৃতীয়ে সোঽনাগামী নবক্ষয়াৎ।।[7]

সকৃদাগামীর উপরিস্তর হল অনাগামী। ভাবনায় ক্রমান্বয়ে উন্নতি করতে পারলে অর্থাৎ কামরাগ ও ব্যাপাদ সম্পূর্ণ ছিন্ন করতে পারলে তাঁদের আর ধরাধামে আগমন করতে হয় না বলে তাঁরা অনাগামী। অনাগামীরা মৃত্যুর পর আর মানব জগতে ফিরে আসে না। তাঁদের বাস হয় তখনই বিশুদ্ধ আবাসের স্বর্গে, যেখানে কেবল অনাগামীরা বাস করে। বিশুদ্ধ আবাস বা শুদ্ধা আবাস হল এমন এক আবাস স্থল যেখানে সাধারণভাবে জন্মগ্রহণকারী প্রাণীরা বসবাস করে না। বিশুদ্ধ আবাস হল অনাগামীদের আবাস স্থল, তাঁরা তাঁদের মেধা ও ধ্যান দ্বারা সেই স্থানে প্রবেশ করতে পারে। অনাগামীদের আর পুনর্জন্ম হয় না তাঁরা অর্হৎ-এর পথে রয়েছে তাঁরা সরাসরি শুদ্ধাবাস থেকে জ্ঞানলাভ করে। প্রত্যেক শুদ্ধাবাসে ভিক্ষুদের অবস্থান, তাঁরাই বৌদ্ধ ধর্মের রক্ষক। আসলে একজন অনাগামী পাঁচ প্রকার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে ক্রমে অর্হৎ অভিমুখে ধাবিত হয়। এই পাঁচ প্রকার শৃঙ্খল হল -i) স্বকায়া বা আত্মবিশ্বাস।

[7] অভিধম্ম কোষ

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 2, November-December 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

ii) শীলব্রত পরামর্শ দৃষ্টি বা আচার অনুষ্ঠানের সাথে সংযুক্তি iii) বিচিকিৎসা বা সন্দেহজনক সন্দেহ iv) কামরাগ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য লালসা v) ব্যাপাদ বা অস্বাভাবিক ইচ্ছা বা ঘৃণা।

এইভাবে 'অনাগামী' ভিক্ষুরা সকৃৎগামী ও অর্হতের মধ্যবর্তী পর্যায়ে অবস্থান করে।

৪) অর্হৎ: জ্ঞানার্জনের শেষ ধাপ হল 'অর্হৎ' বা নির্বাণ প্রাপ্তি।

আরহত্তমগ্গং ভাবেত্বা অনবসেসকিলেসপ্পহানেন অরংহা নাম হোতি, খীণাসবো লোকে অগ্গদক্খিণেয্যো। [৪]

যে সকল শ্রাবক ইহদেহ থাকতেই নির্বাণ লাভ করেন তারা 'অর্হৎ'। আরও স্পষ্ট করে বললে বলতে হয়, যাঁরা চিত্তের সমস্ত আস্রব কে সম্যক্ রূপে ধ্বংস করেন এবং মুক্তির জন্য জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছেন তাঁরা 'অর্হৎ'। বুদ্ধদেব বলেছেন – 'যে সময় আর্যশ্রাবক বিরজ, বীতমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হয়, যা কিছু উদয়ধর্মা, তৎ সমস্তই নিরোধধর্মা। এই দর্শনোৎপত্তি (উপলব্ধি) হয় সেই কালেই তারা তিন সংযোজন-প্রহীন হন্ - অর্থাৎ অর্হৎ হন্'।[iii] ভিক্ষু জীবনের চরম লক্ষ্যই হল 'অর্হৎ' পদপ্রাপ্তি।

জৈন অর্হৎ

জৈন ধর্ম 'জিন্' ধাতু থেকে উৎপন্ন হয় যার অর্থ বিজয়ী। রাগ দ্বেষ ইত্যাদিকে জয় করে 'জিন্' তাঁর নিজের বাস্তবিক স্বভাব প্রাপ্ত হয়। 'জিন্' র অপর নাম হল- অর্হৎ বীতরাগপরমেষ্ঠী, সর্বজ্ঞ তীর্থঙ্কর ইত্যাদি। জৈনরা তথাকথিত ঈশ্বরে বিশ্বাসী নন্ বরং ঈশ্বরকে অপসারিত করে 'অর্হৎ'কে ঈশ্বরস্থলাভিষিক্ত করেছেন। জৈন মতে, সিদ্ধ বা মুক্ত পুরুষ অর্হৎ ঈশ্বরতুল্য, কারণ অনন্তজ্ঞান, অনন্তদৃষ্টি ও পূর্ণতার অধিকারী। জৈনরা ঈশ্বর আরাধনার প্রয়োজন অনুভব না করলেও মুক্ত বা সিদ্ধ পুরুষের পূজা ও উপাসনাকে প্রয়োজনীয় বলেছেন। সিদ্ধপুরুষের পূজা ও উপাসনার মধ্য দিয়ে

[৪] অভিধম্মত্যসগহোবিপদনাম্মদ্বাননয়ো ,

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 2, November-December 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

জীবের মুক্তি লাভের বাসনা জাগ্রত হয়, এবং ক্রমশ তা 'অর্হৎ' প্রাপ্তির দিকে অগ্রসর হয়। সংসারত্যাগী মঠবাসী সন্ন্যাসী বা শ্রমনদের নিত্যকর্মের অন্তর্গতরূপে জৈনরা পঞ্চ পুরুষের উপাসনার উল্লেখ করেন - অর্হৎ, সিদ্ধ, আচার্য, উপাধ্যায় এবং সাধু। পঞ্চপুরুষের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান যার তিনি হলেন 'অর্হৎ'। 'অর্হৎ' প্রসঙ্গে পঞ্চাধ্যায়ী গ্রন্থে বলা হয়েছে –

"দিব্যৌদারিকদেহস্থো ধৌতঘাতিচতুষ্টয়ঃ।

জ্ঞানদৃগ্বীর্যসোরাখ্যাদ্যঃ সোঽর্হন্ ধর্মোপদেশকঃ"।।[9]

জৈনদের ১৪৩ প্রকার গুণের কথা বলা হয়েছে। তারমধ্যে অর্হতের ৪৬ টি গুন, সিদ্ধর আটটি এবং আচার্য উপাধ্যায়ের ২৫ ও সাধুদের ২৮ টি গুন থাকে। ১৪৩ টি গুণের বিস্তৃত আলোচনা পঞ্চাধ্যায়ীতে আছে। সেখানে বলা হয়েছে পঞ্চপুরুষের মধ্যে আচার্য উপাধ্যায় ও সাধু এই তিন পুরুষের অন্তরঙ্গ কারণ একই। অর্থাৎ তিনজনের ক্রিয়া এক,বাহ্য বেশ এক,বার প্রকারের তপঃ এক, পঞ্চ মহাব্রত ধারণ ক্রিয়া এক, তেরো প্রকারের চারিত্রিক পালন, সংযম, উত্তমপ্রাণ, মূলগুণ, সংযম পরিবহ উপসর্গ, আহারাদির বিধি, মোক্ষমার্গ, সম্যগ্ দর্শন, জ্ঞান, চরিত্র স্বরূপ, রত্নত্রয় ধ্যাতা ধ্যান, ধ্যেয় ,জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং দর্শন জ্ঞান চরিত্র তথা তপঃ এই আরাধনাও সমান। জৈনদের দুটি পরম্পরা শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর, উভয় সম্প্রদায় বা পরম্পরা জৈন অর্হৎদের ৪৬ প্রকার গুণকে স্বীকার করেন। এই গুলি হল – চারটি অনন্ত চতুষ্টয়, চৌত্রিশটি অতিশয় যার মধ্যে জন্মের দশটি অতিশয়, কেবলজ্ঞান হওয়ার পর এগারটি অতিশয় এবং বেদকৃত তেরোটি অতিশয়কে সম্মিলিত ভাবে স্বীকার করেছেন এবং আট প্রকার প্রতিহার্যকে স্বীকার করে মোট ছেচল্লিশ প্রকার গুণকে স্বীকার করেছেন।

অর্হৎদের চার চতুষ্টয় হল – অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত দর্শন, অনন্ত বল এবং অনন্ত সুখ। 'অর্হৎ' পুরুষের জ্ঞানের কোন সীমা নেই,

[9] পঞ্চাধ্যায়ী, ৫মপুস্তক, দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৭৫।

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 2, November-December 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

সম্যক্ দৃষ্টি দ্বারা, 'অর্হৎ' পুরুষদের শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং ফলস্বরূপ তাঁরা লাভ করে অনন্ত সুখ, অর্থাৎ এমন এক সুখ যার কোন অন্ত নেই। এই সুখ শুধু অনুভবের বিষয়।

এখন দশটি জন্ম অতিশয়ের কথা প্রসঙ্গে বলা যাক। এই দশটি জন্ম অতিশয় হল সর্বপ্রথম জন্মের সময় হওয়া বিষয়কে বোঝানো হয়েছে।

১. অত্যন্ত সুন্দর শরীর।

২. স্বেদরিহততা।

৩. দুধের মত সাদা রক্ত।

৪. বজ্রবৃষভনারায় সংহনন।

৫. সমচতুরস্র সংস্থানম্।

৬. অনুপম রূপ।

৭. নৃপচম্পকের যেরূপ গন্ধ সেইরূপ।

৮. অনন্ত বল।

৯. হিত-মিত এবং মধুর ভাষন।

১০. ১০০৮ প্রকার উত্তম লক্ষণকে ধারণ করা।

এবার কেবল জ্ঞান হওয়ার পর যে এগারটি অতিশয় হয় তা হল –

১. অর্হৎ'রা যেখানে বসবাস করেন সেখান থেকেও শত শত যোজন দূরে দুর্ভিক্ষ প্রবেশ করতে পারে না এবং সকল প্রাণী আনন্দে বিরাজ করে।

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 2, November-December 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

২. 'অর্হৎ'দের কেবল জ্ঞান প্রাপ্ত হলে তাঁরা আর পৃথিবীতে গমন করে তাঁদের বিচরণ স্থল হল আকাশ।

৩. অহিংসা।

৪. নির্ভক্ষণ।

৫. উপসর্গের অভাব যেখানে 'অর্হৎ বসবাস করেন সেখানে কোন প্রকার উপদ্রব হয় না।

৬. কেশ ও নখ বর্দ্ধিত হয় না।

৭. 'অর্হৎ'দের চোখের পলক পর্যন্ত পড়ে না।

৮. 'অর্হৎ'দের শরীরের ছায়া পড়ে না।

৯. সকল বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া।

১০. আঠেরটি মহাভাষা ও সাত হাজার ক্ষুদ্র ভাষা যুক্ত দিব্যধ্বনি প্রাপ্ত হওয়া।

১১. 'অর্হৎ'ভিক্ষুদের চতুর্মুখ হওয়া।

চৌত্রিশটি অতিশয়ের মধ্যে দেবকৃত তেরোটি অতিশয় হল যথাক্রমে –

১. 'অর্হৎ'এর প্রভাব হেতু জঙ্গলে অসময়ে ফল-ফুল ও লতা-পাতার বৃদ্ধি হওয়া।

২. 'অর্হৎ'দের বাসস্থলে কাঁটা ও বালি রহিত সুখদায়ক পবন প্রবাহিত হওয়া।

৩. প্রতিটি জীবের মধ্যে মিত্রতা ভাব সৃষ্টি হওয়া।

৪. যে ভূমিতে 'অর্হৎ' বসবাস করেন সেখান থেকে এক যোজন পর্যন্ত পৃথিবী আয়নার মত সমান, স্বচ্ছ এবং রত্নময় হওয়া।

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 2, November-December 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

৫. সুগন্ধিত জলের বর্ষণ হওয়া।

৬. সমস্ত ঋতুর ফল সবসময় পাওয়া।

৭. শীতল বায়ূ প্রবাহিত হওয়া।

৮. সকল জীবের মধ্যে নিত্য আনন্দ উৎপন্ন হওয়া।

৯. নির্মল আকাশ প্রাপ্র হওয়া।

১০. কুয়ো, পুকুরের জল নির্মিল জলের সঙ্গে মিলিত হওয়া।

১১. সকল জীবের মধ্যে কারোর রোগাদি না হওয়া।

১২. 'অর্হৎ'দের মাথায় চার ধর্মচক্রকে দেখ।

১৩. 'অর্হৎ'দের চারপাশে বিভিন্ন রকম পূজা সামগ্রী দেখা।

অষ্ট মহা প্রতিহার্য হল এমন এক সামগ্রী যা সর্বদা তীর্থঙ্করদের আশেপাশেই থাকে। সেগুলি হল –

১. অশোক বৃক্ষ।

২. সিংহাসন।

৩. তিনটি ছাতা।

৪. ভামণ্ডল।

৫. চৌষট্টি চামর।

৬. দুন্দুভির শব্দ।

৭. জয়জয়কার ধ্বনি।

৮. দিব্যধ্বনি দ্বারা পুষ্পবৃষ্টি হওয়া।

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 2, November-December 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

অন্যদিকে উপরিউক্ত তিন পুরুষের গুণের অপেক্ষা আরো কিছু গুণ যুক্ত হয়। অর্হৎ জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয়, মোহনীয় এবং অন্তরায় এই চার প্রকার কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে কেবলজ্ঞানী এবং কেবলদর্শী হয়-

নট্ঠচদুধাইকম্মো দংসণসুহণানবীরিয়মঈও।

সুহদেহত্থো অপ্পা সুদ্ধো আরিহো বিচিংতিজ্জো।।[10]

'অর্হৎ'-দের কেবলজ্ঞানী বলা হয়েছে। কেবলজ্ঞানী হল সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান ও সম্যক চরিত্রের সুসামঞ্জস্য অনুশীলনের দ্বারা জীবাত্মা যখন তার সঞ্চিত ও সঞ্চয়মান কর্ম পুদ্গলবন্ধন ছিন্ন করে স্বস্বরূপে অধিষ্ঠিত হয় তখন তার সাক্ষাৎভাবে পরিপূর্ণজ্ঞান হয়। কেবল জ্ঞান লাভের দ্বারা জীবের মুক্তি হয়। কেবল জ্ঞান দেশ কালের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়, এই জ্ঞান অসীম ও অনন্ত। কেবলজ্ঞানের উদয় হলে জীব সর্বজ্ঞ ও অনন্ত জ্ঞানীরূপে বিরাজ করে।

জৈন 'অর্হৎ'-দের তীর্থঙ্কর ও বলা হয়। তীর্থঙ্কর শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে জৈনরা বলেছেন -'তরন্তি সংসার যেন ভব্যাস্তুতীর্থম্' অর্থাৎ যিনি সংসার নদীতে বয়ে যেতে যেতে সংসার মধ্যে তীর্থক্ষেত্রে-র স্থাপনা করেছেন, তিনিই তীর্থঙ্কর।

পরিশেষে একথা বলা যায় যে, জৈন দর্শনে 'অর্হৎ'-এর স্থান সর্বোচ্চ রূপে করা হয়েছে। 'অর্হৎ' প্রাপ্ত জৈনভিক্ষুদের কল্পনা অতিমানবরূপে করা হয়েছে। যার মধ্যে সকল প্রকার গুণ বর্তমান যা সাধারণ মানুষের মধ্যে নেই। তিনি কখনও সাধারণ ব্যক্তি হতে পারেনা। এছাড়াও 'অর্হৎ'-দের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার কিছু উৎসব হয়। যা পঞ্চকল্যানক বলা হয়েছে। যেমন - বাচ্চা গর্ভে আসা মাত্র তা 'চ্যবন কল্যানক' জন্মাবার পর, জনকল্যানক, গৃহাদি ত্যাগ করলে দীক্ষাকল্যাণক কেবলজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার পর কেবলজ্ঞানকল্যাণক এবং মোক্ষ প্রাপ্তি পর নির্বাণকল্যানক বলা হয়েছে। সে হিসাবে দেখতে গেলে 'অর্হৎ বা তীর্থঙ্কর হল গৃহাত্যাদি

[10] দ্রব্যসংগ্রহ, আচার্য নেমিচন্দ্র।

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 2, November-December 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তার মধ্যে সেই রকম কোন দোষ নেই। যার মধ্যে গৃহস্থে থাকাকালীন ও সে সম্পৃক্ত হয়। নিয়মসার তাৎপর্যবৃত্তিতে বলা হয়েছে তেজ কেবলজ্ঞান, কেবলর্শন, কেবলজ্ঞান ঋদ্ধ অনন্ত সৌখ্য, ঐশ্বর্য এবং ত্রিভুবন প্রধান বল্লভাবনা-এই রকম মাহাত্ম্য ব্যক্তি 'অর্হৎ' নামে প্রসিদ্ধ।

---

11. ভারতীয় দর্শন, ড. বিপদভঞ্জন পাল, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, বিধান সরণী, কলকাতা ৭০০০০৬, পৃষ্ঠা – ১৪৬-১৪৭।

12. ভারতীয় দর্শন, ড. বিপদভঞ্জন পাল, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, বিধান সরণী, কলকাতা ৭০০০০৬, পৃষ্ঠা – ১৪৬-১৪৭।

13.ভারতীয় দর্শন, ড. বিপদভঞ্জন পাল, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, বিধান সরণী, কলকাতা ৭০০০০৬, পৃষ্ঠা – ১৪৮।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

- চক্রবর্তী, শ্রীসত্যজ্যোতি। সায়ণ মাধবীয় সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড)। কলকাতা: সাহিত্যশ্রী, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ।
- চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ। ভারতীয় দর্শন (প্রথম খণ্ড)। কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ; ১৯৬০, পুনর্মুদ্রণ (অষ্টম সংস্করণ); ২০১২।
- পাল, ডঃ বিপদভঞ্জন। ভারতীয় দর্শন । কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৪।
- ভট্টাচার্য, সমরেন্দ্র। ভারতীয় দর্শন। কলকাতা: বুক সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ; ১৯৯৬, পুনর্মুদ্রণ (চতুর্থ সংস্করণ); ২০১৮।
- বাগচী, দীপক কুমার। ভারতীয় দর্শন। কলকাতা: প্রগতিশীল প্রকাশক, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭ পুনর্মুদ্রণ (তৃতীয় সংস্করণ); ২০০৯।
- Jain, Pradip Kumar. Jain Arhat. Delhi. Rahul Publivation. 1994.
- Jain, Dr. Mahendra Kumar. Shaddarshan-Samuccaya. New Delhi : Jnanapith Publication, 1981.

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 2, November-December 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : *https://sijarah.com/*

- Jain, Dr. Mahendra Kumar. Jain Darshan. Varanasi. 1955.
- Jha, Harimohon. Baishashik Darshan, Nyay Darshan. Patna, Pustak Bhandar. 1963.
- Upadhayay, Baldev. Boudh-Darshan-Mimangsa. Varanasi. Chowkhamba Publication. 1999.
- Sinha Jadunath. Indian Philosophy. Kolkata, New Central Book Agency, 1987.